শ্রীগুরু-নিতাই-গৌরহরি

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান গ্রন্থমালা—১৮

কীর্ত্তন কমল

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান ✸

শ্রীশ্রীএকচক্রাধাম-যোগপীঠ

নিতাইবাড়ি ✸ বীরচন্দ্রপুর-৭৩১ ২৪৫ ✸ বীরভূম ✸ পশ্চিমবঙ্গ

দূরভাষঃ ০৩৪৬১-২২০ ২২৪ / ২২০ ৩৫০

প্রথম প্রকাশ— শ্রীশ্রীকল্পতরু অষ্টমী। ১৪০৭ বঙ্গাব্দ।

দ্বিতীয় প্রকাশ— শ্রীশ্রীগোপাষ্টমী। ১৪১৩ বঙ্গাব্দ।

তৃতীয় প্রকাশ— অক্ষয়তৃতীয়া। ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।

প্রকাশক—

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান সেবামণ্ডল। নিতাইবাড়ি।

বীরচন্দ্রপুর-৭৩১ ২৪৫। বীরভূম। পশ্চিমবঙ্গ।

শ্রীগুরু-নিতাই-গৌরহরি

—ভাবস্ফূর্ত্তি—

''প্রেমসিন্ধু গোরারায় নিতাই তরঙ্গ তায়।'' অদ্বৈত করুণাবায়ে সে তরঙ্গ নিরন্তর উছলিত। (অচিন্ত্যভেদাভেদে একাকার, সাগরময় তরঙ্গ না তরঙ্গময় সাগর—কে জানে!!) এমনি প্রেমসিন্ধুতে সংকীর্ত্তনপদ্ম নিশিদিশি বিকশিত। যার মৃণালে, যত ভক্ত হংস-চক্রবাকের তুষ্টিপুষ্টি। কিন্তু হায়রে! এ হেন কীর্ত্তন-কমলেও আমার মন ভ্রমর মাতলো না। মাতলে মনটি পূর্ণ হোত, সংকীর্ত্তন শতদলের প্রেমমধু পিয়ে ধন্য হোত!!

এখন এ অধন্য বিপথিক জীবন, পূর্ণতায় নিত্যানন্দময় হতে পারবে কোন পথে? কি ভাবে? শ্রীগুরু-অন্তর্যামী মরমে মরমে জানালেন—কীর্ত্তন কমলে মজতে হবে, তবেই সমাধান। তাই শ্রীগুরু-আজ্ঞা শিরে ধরে এই স্বল্পায়তন বাণী-বিতানের কথাকুঞ্জেই অনুগত অন্বেষণ; কীর্ত্তন কাননে বিরাজিত সংকীর্ত্তন শতদলের প্রেমমধু-আস্বাদন লালসে। নিরবধি নিবেদন—

''স্বকৃপাবিন্দুদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্।''

শুভ অক্ষয়-তৃতীয়া।
১৪১৮ বঙ্গাব্দ।

শরণাগত—
শ্রীজীবশরণ দাস

শ্রীগুরু-নিতাই-গৌরহরি

—উৎসর্গ—

কীর্ত্তনের প্রথম পাঠ পেয়েছিলাম যাঁদের কাছে, তাদের মাঝে খড়দহ-কুলীনপাড়ার শিশির মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই অগ্রণী। ক্রমে এলেন শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ মিত্র (নৈহাটি) আর সুধীর চৌধুরী (ব্যারাকপুর)। সে অনেক প্রসঙ্গ। যাক্, সারকথা—মাটি, জল আর রোদের মত অনুশীলন, সহনীয়তা আর পরিশ্রমে এঁরা কীর্ত্তন কল্পতরুকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন আমার হৃদয়ে। যার পরিণতিতে এ পুস্তিকা প্রকাশ। নিত্যানন্দ জন্মস্থান আশ্রমে নিত্য যে কীর্ত্তনগুলি হয়ে থাকেন—সে কীর্ত্তনগুলিকে বুকে ধরে। অতিরিক্তও কিছু কিছু আছে। পরবর্ত্তী প্রয়োজনীয় সংযোজন। নামমূর্ত্তি শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের—এই তিন চিহ্নিত কিংকরের সুখসেবায় উৎসর্গীত হলেন এ **কীর্ত্তন কমল।** এখন তাঁরা এই সংকীর্ত্তন-শতদলের মধু আস্বাদনে, সুখ- সৌরভে আর রুচির দর্শনে প্রীতপ্রসন্ন হলেই সব সাধ মিটে যায়। **'কীর্ত্তন কমল'** নামটি বাবাজী মহাশয়ের করুণার দান। ''প্রেমসিন্ধু গোরারায়'' কীর্ত্তনে, এ নাম প্রকাশিত। আস্বাদিত।

জয় গুরু। জয় নাম। জয় নিত্যানন্দ রাম।।

শরণাগত—
শ্রীজীবশরণ দাস

প্রাপ্তিস্থান—

১) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান আশ্রম। নিতাইবাড়ি।
২) শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর মন্দির। শ্রীশ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট পালপাড়া। চাকদহ-৭৪১ ২২২। নদীয়া।
৩) সহর কার্যালয়— সাহাপাড়া। রহড়া। কলকাতা-১১৮ যোগাযোগ—০৩৩-২৫২৩ ৬৪০৪/৬৩৩২

মুদ্রনে—তপন কুণ্ডু। কলকাতা-৭০০ ০৩০।

মঙ্গলারতি কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গকিশোরের মঙ্গল আরতি কীর্ত্তন

মঙ্গল আরতি গৌরকিশোর।
মঙ্গল নিত্যানন্দ যোড়হি যোড়।।
মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতহি সঙ্গে।
মঙ্গল গাওয়ত প্রেম-তরঙ্গে।।

১

মঙ্গল বাজত খোল করতাল।
মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল।।
মঙ্গল ধূপ-দীপ লইয়া স্বরূপ।
মঙ্গল আরতি করে অপরূপ।।
মঙ্গল গদাধর হেরি পঁহু হাস।
মঙ্গল গাওয়ত দীন কৃষ্ণদাস।।

২

শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের মঙ্গল আরতি কীর্ত্তন

মঙ্গল আরতি যুগলকিশোর।
জয় জয় করতহিঁ সখীগণ ভোর।।
রতন প্রদীপ করু টলমল থোর।
নিরখত মুখবিধু শ্যাম-সুগোর।।
ললিতা বিশাখা সখী প্রেমেতে আগোর।
করু নিরমঞ্ছন দোঁহে দুহুঁ ভোর।।

৩

বৃন্দাবন কুঞ্জহি ভুবন উজোর।
মূরতি মনোহর যুগলকিশোর।।
গাওয়ত শুক পিক নাচত ময়ূর।
চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর।।
বাজত বিবিধ বাদ্যযন্ত্র ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয়তোর।।

৪

।। শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা।।

আশ্রয় পাইয়া বন্দোঁ শ্রীগুরু-চরণ।
যাহা হইতে মিলে ভাই কৃষ্ণপ্রেমধন।। ধ্রু।।
জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরু-রূপ ধরি।।
মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জান।
গুরু-আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান।।

৫

সত্যজ্ঞানে গুরুবাক্যে যাহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাহার হয় ব্রজভূমে বাস।।
যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন।
কোন বিঘ্নে সেহ নাহি হয় অবসন্ন।।
কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে।।
গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু হন পতি!
গুরু বিনা এ সংসারে নাহি আর গতি।।

৬

গুরুকে মনুষ্য-জ্ঞান না কর কখন।
গুরু-নিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ।।
গুরু-নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরুনিন্দা তথা না যাইবে।।
গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন।।
গুরুপাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠ ভক্তি।
জগৎ তারিতে সেহ ধরে মহাশক্তি।।

৭

হেন গুরু-পাদপদ্ম করহ বন্দনা।
যাহা হইতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা।।
গুরু-পাদপদ্ম নিত্য যে করে বন্দন।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাঁহার চরণ।।
শ্রীগুরু-চরণপদ্ম হৃদে করি আশ।
শ্রীগুরুবন্দনা করে সনাতন দাস।।

৮